R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১২ই জুন, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে আবার ডামাডোল অবস্থা, জমছে কাজের পাহাড়

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে মহকুমা আধিকারিক না থাকায় আবার আগের মতো ঐ অফিসে ডামাডোল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জমছে কাজের পাহাড়। সই সাবুদের অভাবে বহু কাজ আটকে থাকছে। গত ছ'-সাত মাস আগে এখানকার মহকুমা অফিসার ভীম হালদার কাটোয়ায় বদলী হয়ে যাবার পর থেকে স্থায়ী কোন আধিকারিক এখানে আসেননি। কাজের ঠেকা দিতে বহরমপুর মহকুমার দায়িত্বে থাকা অফিসার হরলাল দালালকে জঙ্গিপুর মহকুমার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ডিলার, ব্যবসায়ী ও অফিস কর্মীদের অভিযোগ বহরমপুর থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

যৌতুকের দাবীতে গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর অঞ্চলের পানানগর গ্রামের বাদশা সেখের ছেলে রেজাউল সেখের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী জঙ্গিপুর লাগোয়া রঘুনাথপুরের আনোয়ার সেখের মেয়ে রাইনা (২৩) অগ্নিদগ্ধ হয়ে গত ৪ জুন রাত ১-৪০ নাগাদ কোলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রাণ হারান। গত ২৪ মে রাতে অগ্নিদগ্ধ রাইনাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঐ দিনই তাঁকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে রাইনার জ্ঞান ফিরলে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান—'২৪ মে বাবার বাড়ী রঘুনাথপুর থেকে শ্বশুর বাড়ী পানানগর যাবার পর শরীর খারাপ করছে জানালে তার স্বামী রেজাউল ওষুধ এনে দেয়। ওষুধ খাবার কিছু সময় পর খেতে বসে শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করতে শুরু করলে তার স্বামী (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর সাব রেজিষ্ট্রারের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হয়ে গেল, বেলা দুটোর পর দলিল রেজিষ্ট্রি বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সংবাদ এ গত ১৩ মার্চ' ০২ 'জঙ্গিপুর সাব রেজিষ্ট্রারের অসাধুতা এবং কালচার পাশাপাশি চলছে' শিরোনামে একটি সংবাদ বার করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন এন্ড কমিশনার অফ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর নির্দেশে মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার গত ৫ জুন সরজমিন তদন্তে রঘুনাথগঞ্জে আসেন। জঙ্গিপুর সংবাদ-এর সম্পাদককে তদন্তের স্বার্থে ঐ দিন সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেশন ডিলারদের দুর্নীতির তদন্ত হলো সামসেরগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৩ মে জঙ্গিপুর মহকুমার সামসেরগঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বিডিওর হঠাৎ অভিযানে এলাকার কিছু রেশন ডিলারদের দুর্নীতি ধরা পড়েছে। এলাকার ডিলাররা কমবেশী দুর্নীতি করলেও এ ব্যাপারে ভাসাই পাইকড়ের আবদুল কাইয়ুম, বাসুদেবপুরের কনকেন্দু দাস, সাহেবনগরের তৈমুর আলি দুর্নীতির শীর্ষে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গ্রামবাসীদের বহু দিনের অভিযোগ এলাকার ডিলাররা কি মাল আছে তা গ্রাহকদের সঠিকভাবে জানায় না। প্রত্যেক মালের অতিরিক্ত দাম নিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শিশু বই মেলা শিশুদের মন কাড়তে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে ও চক্র সমন্বয়কের পরিচালনায় গত ২০ থেকে ২২ মে সাগরদীঘির বোখারা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিহাড়া প্রাইমারী স্কুলে যে শিশু বই মেলা হয়ে গেল তাতে অভিভাবকেরা হতাশ হন বলে খবর। তাঁদের অভিযোগ—আগে যে সব বই স্কুলে শিশুদের বিনামূল্যে পড়তে দেয়া হতো, ঐ সব বই-ই শিশু বই মেলায় বিক্রী করা হচ্ছে। তাঁদের আরো অভিযোগ, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ পদযাত্রার প্রেক্ষিতে ॥

কিছু 'ইস্যু' থাকে, যাহাতে ভিন্ন পথমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলি (এই দেশীয়) মাঝে মাঝে যেরূপ সরব হন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা বুঝি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। এই প্রকার 'মিলিজুলি' ব্যাপারে জনগণ স্বস্তিলাভ হয়ত করিয়া থাকেন ; তবে যাঁহারা বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়ক্ষতিতে জেরবার হইয়া থাকেন, তাঁহারা নানা দলের মিলিত পদক্ষেপকে স্বাগত জানাইয়াও তেমন কাজ হয়ত পান না।

গঙ্গা-পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের প্রতিকারার্থে এবং আরও কিছু কারণে গত মাসের ২৯ তারিখ সিপিএম জঙ্গিপুর জোনাল কমিটি এবং গত ১লা জুন হইতে ৯ই জুন পর্যন্ত ফরাক্কা হইতে জলঙ্গী পর্যন্ত জেলা কংগ্রেস পদযাত্রায় সামিল হয়। সিপিএম আয়োজিত পদযাত্রা ছাড়াও বিক্ষোভ সমাবেশ, মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন প্রদানের আয়োজন করে। জেলার ও মহকুমার সিপিএম নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদ আবুল হাসানাত খান এবং কংগ্রেসী সাংসদ শ্রীঅধীররঞ্জন চৌধুরী তাঁহাদের নিজ নিজ দলের সমাবেশে ভাষণ দেন। আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে ভাষণের (উভয় দলের) মর্ম অবগত হওয়া গিয়াছে। গঙ্গা-পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধের বিষয় শুনিতে গিয়াও মানুষ এক দল আর এক দলের অথবা কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ (কিছুটা) শুনিতে পাইয়াছেন।

সিপিএম-এর বিক্ষোভ সমাবেশে বলা হয় যে, এই জেলার উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০২ কিমি এলাকায় ভাঙনের জন্য ফরাক্কা হইতে জলঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বিপন্ন। বহু গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন। ফরাক্কা বাঁধের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের জন্য যে ভাঙ্গন. তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা হয়। বলা হইয়াছে যে, বর্তমান বিজেপি জোট সরকার ভাঙ্গনের মোকাবিলায় উপযুক্তভাবে কাজ করিতেছে না এবং কেশকার কমিটির সুপারিশকে অগ্রাহ্য করিতেছে বলিয়া নদী ভাঙ্গনের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কাজকর্ম ব্যাহত হইতেছে।

গত ৩রা জুন রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত এক জনসভায় সাংসদ শ্রীঅধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন যে, এই জেলার ১১টি ব্লকের ২২ লক্ষ মানুষ ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত। ফরাক্কার ১০৯টি লকগেটের মধ্যে মাত্র ৫৪টি দিয়া জল প্রবাহিত হয় ; বাকীগুলি পলিতে মজিয়া গিয়াছে। রাজ্য সরকার কেশকার কমিটির রিপোর্ট মানিতেছে না ; ভাঙ্গনের কাজে ভুয়া বিল পাশ হইতেছে ; ভাঙ্গনের সব দায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপান হইতেছে ; ভাঙ্গনে-বন্যায় গৃহহারাদের পুনর্বাসনের কাজেও দায়িত্ব লওয়া হইতেছে না বলিয়া শ্রীচৌধুরী অভিযোগ করেন। তাঁহার মতে ক্ষতে বারংবার মলম লাগাইবার মত কাজ করিলে নদীভাঙ্গনরোধের জন্য কাজের কাজ কিছু হইবে না। প্রয়োজন কেন্দ্র রাজ্যের সম্মিলিত প্রয়াসের।

উভয় পক্ষের পদযাত্রা, সমাবেশে ভাষণ প্রদান প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেস ও সিপিএম আয়োজিত উভয় সভাতে 'বন্ধুগণ' যে সব কথা শুনিয়াছেন, তাহা নির্ভেজাল রাজনীতি-বর্জিত বলা যায় না। বক্তা ও শ্রোতা—উভয়পক্ষই সবই বুঝেন। যাঁহাদের জন্য নেতারা ব্যথিত, তাঁহারা একই তিমিরে থাকেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

এ সব চিঠি আমার না

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের জঙ্গীপুর সংবাদে 'রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রাক্তন ওসির অসততা' প্রসঙ্গে শীর্ষক চিঠি সম্পর্কে জানাই যে উক্ত চিঠির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি ঐ চিঠি পাঠাইনি। ছোটকালিয়াই গ্রামে অন্য কোন অশোককুমার দাস নাই। ইতিপূর্বে আর একবার অন্য কোন লোক আমার নাম দিয়ে সাব রেজিষ্ট্রার সম্পর্কে একটি চিঠি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে।

অশোককুমার দাস
ছোটকালিয়াই, জঙ্গীপুর
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯

বিজ্ঞান মঞ্চের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ, জেলা স্বাস্থ্য প্রজেক্ট দপ্তর ও বিভিন্ন স্থানীয় এন জি ও মিলিতভাবে হাসপাতালের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার ব্যাপারে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। হাসপাপাতাল সুপার ডাঃ তপন মন্ডল, এ সি এম ও এইচ তাপস রায়, বিজয় মুখার্জী, কমিশনার শত্রুঘ্ন সরকার প্রমুখ সভায় হাজির ছিলেন।

দেশদ্রোহী

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

অবিবেচক দায়িত্বজ্ঞানহীন কিংবা বিশ্বাসঘাতক কোনো বিশেষণই ওদের গুণাবলীকে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত নয়। ওরা মানে ভারতীয় সংসদের লোকসভায় জনগণের রায়ে নির্বাচিত মাননীয় (?) সাংসদরা। দেশের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য ওদের প্রতি মাসে বেতন কিংবা ভাতা বাবদ যা দেওয়া হয় তার পরিমাণ বেশ ভালোই। এছাড়াও টেলিফোন, বাড়ী, গাড়ী, চাকরবাকর বাবদ ওদের পিছনে প্রতি মাসে সরকারের বেশ ভালোরকমই অর্থ ব্যয় হয়। এমনকি পাঁচ বছর কিংবা আরও কম সময় এই কাজ করার জন্য ওদের রয়েছে মরণকাল পর্যন্ত নানা ভাতার সুযোগ, পেনশন ইত্যাদি। অথচ যে দায় পালনের জন্য এতো অর্থ ব্যয় সেই দায় পালনে ওদের গরিষ্ঠাংশই আগ্রহী নন। অন্ততঃ বর্তমান লোকসভায় কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টিসহ বেশ কতগুলি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

গত ২৬শে এপ্রিল সংসদের লোকসভায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এইসব সাংসদরা নিজেদের মর্যাদা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন বোধহয় তা বোঝার ক্ষমতাও ওদের নেই। বর্তমানে সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে ২৬শে এপ্রিল বাজেট নিয়ে বিশেষ আলোচনার কর্মসূচী ছিল। যে কোনো দেশেরই বাজেট দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান অংশ। যে নীতি ও কর্মসূচী মেনে দেশের সরকার দেশের অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করেন সেটি হলো বাজেট। আমাদের দেশে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের বাজেট পেশ করেন। তারপর চলে বাজেট প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা। এরপর বাজেট নিয়ে আলোচনা ও নানা মুলতুবী প্রস্তাব পেশের সুযোগ পান সাংসদরা। এবারেও ২৬শে এপ্রিল ছিল বাজেট নিয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রথমে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লোকসভায় উপস্থিত না থাকায় আলোচনাই শুরু করতে পারেননি লোকসভায় উপাধ্যক্ষ পি, এম, সইদ। অবশেষে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন লোকসভায় উপস্থিত বিরোধী দল কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন ছয়জন এবং শাসক দল বিজেপি'র সদস্য ছিলেন মন্ত্রী সমেত নয়জন। আলোচনা শুরু (৩য় পৃষ্ঠায়)

ব্যবসায়ীকে আহত করে টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানের জনৈক ব্যবসায়ী রতন ভকত গত ২৪ মে বাসুদেবপুর থেকে বাড়ী ফেরার পথে ছিনতাইকারীদের পাল্লায় পড়েন। ছিনতাইকারীরা তাঁর কাছ থেকে নগদ বাইশ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। বাধা দিতে গিয়ে ছিনতাইকারীদের ছুরির আঘাতে রতনের মুখ গাল ক্ষত-বিক্ষত হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন ছিনতাইকারীকে পুলিশ ধরতে পারেনি। বর্তমানে এই এলাকার ঘন ঘন ছিনতাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক এনেছে।

আম্বেদকারের জন্ম দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর এস সি, এস টি রেলওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ভারতের সংবিধানের অন্যতম রূপকার বি আর আম্বেদকারের ১১২ তম জন্মদিন পালন করা হয়। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন সংলগ্ন ঐ অনুষ্ঠানে বাবা সাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এক আলোচক্রের আয়োজন করা হয়। আম্বেদকারের রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, সভার আহ্বায়ক অজিত হালদার, চাঁই নেতা ভরত মন্ডল, অশোক সাহা প্রমুখ।

স্পন্দন-এর পুস্তক বিতরণী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২ মে বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুর বেসিক স্কুল মোড়ে 'স্পন্দন' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পুস্তক বিতরণী সভা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পাঁচগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহঃ জালালুদ্দিন, প্রধান অতিথি ছিলেন জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যাপক ফুরকান আলি খাঁন। 'স্পন্দন'-এর স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি গিয়াসুদ্দিন। তিনি বলেন আমাদের এলাকায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। তাই আমরা স্পন্দনের মাধ্যমে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই দিয়ে সহযোগিতা করতে চাই। অনুষ্ঠানে ৮টি স্কুলের ১০৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। ২৫ মে রঘুনাথগঞ্জ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও সদরঘাটে এক ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই দেওয়া হয়।

বাস থেকে পড়ে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩ জুন বাড়ালা গ্রামের নুরুল হোদা (৪০) বাস থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। জানা যায়, ঐ দিন মুরারই রুটের যাত্রীবাহী বাস 'রাণী ট্রাভেলস'-এ বাড়ালা থেকে উমরপুর আসার পথে নুরুল গেটের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উমরপুর ষ্টপেজের কাছে যাত্রীর চাপে হঠাৎ বাসের গেট খুলে গেলে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নুরুলও বাস থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তার পোলে কোমড়ে প্রচন্ড আঘাত পান। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর পাঠান হয়। সেখান থেকে কোলকাতা যাবার পথে নুরুল মারা যান। বছর তিন আগে তিনি প্রাইমারী স্কুলে চাকরী পান। সদালাপী নুরুলের অকাল মৃত্যুতে বাড়ালা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ক্যানসার স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের কুন্দরী অগ্রণী বিবেকানন্দ পাঠচক্র রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে আসছে। সম্প্রতি ঐ পাঠচক্র ক্যানসার স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। এলাকার বহু মানুষ শিবিরে যোগদান করেন। কোলকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদন থেকে চিকিৎসা কর্মীরা অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। চিকিৎসা কর্মীরা সেখানে ওষুধ প্রদান করেন।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোরে সমস্ত বন্ধিত চার্জ প্রত্যাহার, ফ্রি বেড না কমানো, প্যাথলজি বিভাগ ব্যবসায়ী ভিত্তিতে চালু না করা, হাসপাতালে আসা সমস্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া, ডায়েটের উপর চার্জ বসানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে রোগীদের রক্ত সরবরাহ সুলভ করতে, হাসপাপালে সমস্ত রকম অপারেশনের দাবীতে, ই এন টি চালু প্রভৃতি কয়েক দফা দাবীর ভিত্তিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, জঙ্গিপুর শাখা সম্প্রতি এক ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশন গ্রহণ করেন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের এ সি এম ও এইচ তাপস রায়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক রবিউল আলম।

গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আবার দুটো ক্যাপসুল খাইয়ে দেয়। এরপর সে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তার শাশুড়ী ও ননদ এসে তাকে বিছানা থেকে তুলে একটি সিনথেটিক শাড়ী তার শরীরে জড়িয়ে দেয় ও তার গলা থেকে সোনার মালা খুলে নিয়ে তাকে ঘরের মেঝেতে শুইয়ে দেয়। এই পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল।

অনুসন্ধানে জানা যায় রেজাউল সেখ এর আগের দুটো স্ত্রীকে অত্যাচারে ডিভোর্স নিতে বাধ্য করে। মাস চারেক আগে রাইনার সাথে তার তৃতীয় বিয়ে হয়। রাইনা এ বছর জঙ্গিপুর কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স-এ পার্ট টু পরীক্ষা দেন। এই বিয়েতে মত না থাকলেও স্নেহের কাছে মাথা নুইয়ে আনোয়ার সেখ কিছু কম যৌতুক দেননি মেয়ের বিয়েতে। কিন্তু স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের মন পাননি রাইনা। তারই এই পরিণতি। ২৪ মে রাইনাকে বাবার বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী পানানগর নিয়ে গিয়ে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে, পরে সিনথেটিক শাড়ীতে জড়িয়ে, গায়ের গয়না খুলে নিয়ে তাকে মেঝেতে শুইয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এটাকে বধূ হত্যার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বলা যেতে পারে। ২৭ মে রাইনার বাবা আনোয়ার সেখের অভিযোগের ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ রাইনার ননদ মেহেরুন্নেসাকে (রাখী) গ্রেপ্তার করে। রঘুনাথগঞ্জ থানার নির্দেশ মতো গত ২ জুন কোলকাতা পুলিশ রাইনার স্বামী রেজাউলকে নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করে। শ্বশুর ও শাশুড়ী বেপাত্তা। প্রতিবেশীদের অনুমান বাংলাদেশ পালিয়ে গেছে ওরা দু'জন। আরও জানা যায় রাইনা নাকি কলকাতায় পুলিশকে বলেছে মোড়লপাড়ার সিদ্দিক ডাক্তারের মেয়ে, তাদের প্রতিবেশীর বৌ রুকশেনা বেগম তাকে ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করে।

দেশদ্রোহী (২য় পৃষ্ঠার পর)

হবার পর আবারও সভা মুলতুবী হয়—কারণ কংগ্রেসের পি কে বনশল যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন সে সময় কংগ্রেসের দুই সদস্য বাইরে বেড়িয়ে যাওয়ায় কোরামের অভাবে সভা মুলতুলী হয়ে যায়। সরকার ও বিরোধী দলের এই অবস্থার পাশাপাশি অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি কিংবা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলের কোনো সাংসদই সেদিন লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন না। ছিলেন কেবলমাত্র বামপন্থী সাংসদরা সদলবলে। তারাই সেদিন লোকসভায় আলোচনা চালিয়েছেন বাজেট নিয়ে। অবশেষে অবশ্য হাতে গোণা সদস্যর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা বাজেট নিয়ে তাঁর সংশোধনী পেশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছেই সরকার তথা দেশের মানুষের অর্থ ব্যয় করে যারা চূড়ান্ত ভোগবিলাস, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন তাদের কি এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করার কোনো অধিকার আছে? কি বলবেন এদের—দেশদ্রোহী না বেহায়া?

সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৭ জুন জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসে। ১। প্রধান শিক্ষিকা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে কেন স্কুলের আভ্যন্তরীণ ঘটনা জনসমক্ষে নিয়ে এলেন—জানতে চান ম্যানেজিং কমিটির কেউ কেউ। প্রধান শিক্ষিকা এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেন। সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ হয়নি জানান। ২। ফেল করা ছাত্রীদের অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে পাস করানো নামের লিষ্ট টাঙানো নিয়ে কথা উঠলে আইনের বেড়াজালে সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

জমছে কাজের পাহাড় (১ম পৃষ্ঠার পর)

হরলালবাবু মাসে ছ' সাত দিনের বেশী জঙ্গিপুরে আসেন না। সি আই তারিফ হোসেন কাজের দেখভাল করলেও নতুন রেশন কার্ড করা থেকে ব্যবসায়ীদের নতুন লাইসেন্স বা রিনিউ-এর কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। স্বভাবতই জনগণের রোষের শিকার হচ্ছেন ইন্সপেক্টর ও সাধারণ কর্মচারীরা। জরুরী প্রয়োজনে অফিসের কাগজপত্র বহরমপুরে নিয়ে গিয়েও সই করিয়ে আনতে হচ্ছে। সীমান্তবর্তী মহকুমা জঙ্গিপুরে সর্বক্ষণের জন্য আধিকারিক চেয়ে কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশনও দিয়েছে। অন্যদিকে মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে সাব-ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্টরদের যে বদলীর তালিকা তৈরী হয়েছে তাতেও কিছু কিছু ব্লক অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানা যায়। প্রায় ব্লক অফিসে একজন করে ইন্সপেক্টর থাকলেও কোন অজ্ঞাত কারণে সাগরদীঘিতে একজন সাব-ইন্সপেক্টর প্রবীর সরকার ও একজন ইন্সপেক্টর সুফল হাঁসদা থাকা সত্বেও সেখানে আরও একজন ইন্সপেক্টর অমর পালকে পোষ্টিং করা হয়েছে। অমরবাবুই নাকি সাগরদীঘির বেশীর ভাগ তণ্ডলের দেখভালের দায়িত্বে আছেন। আবার সামসেরগঞ্জ ব্লকের ইন্সপেক্টর ফুলচাঁদ রজককে সুতী-২ ব্লকের এ্যাড হক চার্জ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পোষ্টিং-এ কর্মীদের মধ্যেও যথেষ্ট ক্ষোভ আছে বলে জানা যায়।

শিশুদের মন কাড়তে পারেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিশুদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিয়ে স্কুল শিক্ষকদের বই মেলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই কারণে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের বই মেলায় যেতে দেননি। অভিভাবকদের বক্তব্য, ডি পি ই পির টাকা প্রকৃত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ব্যয় না হয়ে যুক্তিহীনভাবে খরচ করা হচ্ছে।

বিখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শুভেন্দু দাস

এম, বি, বি, এস (কলিঃ), এম, এস (কলিঃ)

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে রঘুনাথগঞ্জ ব্যারেজ কলোনীতে রোগী দেখছেন। ছানির মাইক্রোসার্জারী ও লেন্স প্রতিস্থাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন নং (০৩৪৮৩) ৬৭৭২৫

বন্ধের নির্দেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

চিঠি দেন। সাব রেজিষ্ট্রারের গোপন কক্ষে পত্রিকা সম্পাদকের উপস্থিতিতে ঐ দিন ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার সংবাদপত্রে প্রকাশিত একের পর এক অভিযোগের তদন্ত করেন। ১। 'সাব রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে অনেক পার্টি গোপন চুক্তি না করায় ২০০০ সাল থেকে বহু দলিল রেজিষ্ট্রি পেনডিং পড়ে আছে।' এই অভিযোগ অফিসের রেজিষ্টার পর্যবেক্ষণ করে ধরা পড়ে। দুশোর উপর দলিল রেজিষ্ট্রি পেনডিং পড়ে আছে দেখা যায়। সাব রেজিষ্ট্রার 'পরচার' দোহাই দিয়ে নিজের কৃতকর্ম ঢাকার চেষ্টা করেন। ২। 'বেলা দুটোর পর রেজিষ্ট্রি করতে গেলে দলিল পিছু অতিরিক্ত ষাট টাকা ও কমিশন আদায়ের' ব্যাপারে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার চাপ দেন এবং বেলা দুটোর পর দলিল রেজিষ্ট্রি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। ৩। 'পার্টির সঙ্গে গোপন চুক্তিতে অসুবিধার জন্য সাব রেজিষ্ট্রার অফিসের কোয়ার্টারে না থেকে অন্যত্র বাস করেন।' এটাও প্রমাণ হয়। বর্তমানে অফিস কোয়ার্টারের সংস্কার কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই সাব রেজিষ্ট্রার কোয়ার্টারে বাস করবেন বলে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারকে কথা দেন। ৪। 'বয়ঃজ্যেষ্ঠ দলিল লেখক বা রেজিষ্ট্রি করতে আসা অনেক লোককে সাব রেজিষ্ট্রার 'তুমি' সম্বোধন করেন।' এ ব্যাপারে দলিল লেখক সমিতির কারো কারো উক্তি—'উনি আবদার করে অল্প বয়স্ক লেখকদের 'তুমি' সম্বোধন করেন। এতে তারা কিছু মনে করে না। এ প্রসঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক মনে করেন—আত্মসম্মান বোধটা একান্ত ব্যক্তিগত ও অনুভূতিসূচক। বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোন কোন দলিল লেখক আমাদের কাছে 'তুমি' সম্বোধনে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলেই সাব রেজিষ্ট্রারের কালচারের দিকটা পত্রিকায় তুলে ধরা হয়েছিল।

তদন্ত হলো সামসেরগঞ্জে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন ক্যাশ মেমো দেয় না। কেরোসিন মাথা পিছু ২৫০ এম এল করে বরাদ্দ থাকলেও মাপে গ্রাহকদের ঠকানো হয়। সপ্তাহে তিনদিনের জায়গায় খেয়ালখুশি মতো কেউ এক বা দু' দিনের বেশী দোকান খোলে না। এতে বহু মানুষকে রেশনের মাল পেতে অযথা হয়রান হতে হয়। দোকানে সাপ্তাহিক চার্ট বোর্ড বা মূল্য তালিকা রাখার কেউ প্রয়োজনই মনে করে না। গত ১৯ মে জয়েন্ট বিডিও এলাকার প্রায় ৭টি রেশন দোকানে তদন্ত করে সবক্ষেত্রেই বেআইনের গন্ধ পান। ডিলারদের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট ডি এমের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে ডিলারদের অভিযোগ, সরকার রেশনে মাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ। তাই আমরা ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।